নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৭২৩/২০০৬

মামুন

----আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৫.০১.২০২৩ ।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কতৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১০৯৭/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৪.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজারী রিভিশন।

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্রুত বিচার আদালত নং- ৩, ঢাকা বাড্ডা থানার মামলা নং- ০৯(০৮)২০০৫ ধারা আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন/০২ এর ৪(১) (জি. আর. মামলা নং- ৩২৮/২০০৫) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৩.১০.২০০৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী- মোঃ শরিফুল আলম ওরফে শরিফ ওরফে সৈয়দ ও মামুনকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন/০২ এর ৪(১) ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০২ (দুই) বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৩ (তিন) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী মামুন মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১০৯৭/২০০৫ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ১৪.০৩.২০০৬ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আপীলটি নামঞ্জুর করেন।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতঃপর উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র আসামী-আপীলকারী মামুন ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৩৯ তৎসহ ধারা ৪৩৫ মোতাকে অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

আসামী-আপীলকারী দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্রুত বিচার আদালত নং-৩, ঢাকা কর্তৃক বাড্ডা থানার মামলা নং- ০৯(০৮)২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৩.১০.২০০৫ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

বাদী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ- এজাহারকারী বাদী এই মর্মে বাড্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, তিনি একজন ট্যাক্সি ক্যাব ড্রাইভার, গত ১২.০৮.২০০৫ ইং তাং রাত অনুমান ০৮.০০ টার সময় তার সিলভা কোম্পানির ঢাকা মেট্রো-গ-১১-১৪৭০নং ট্যাক্সি ক্যাবে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ৪ জন যাত্রী উঠে রামপুরা যাওয়ার জন্য। রাত অনুমান ০৮.৩০ টায় বাড্ডা থানাধীন আফতারনগর প্রজেক্টের ঝিলপাড় পৌছামত্র পিছনের সিটে বসা অজ্ঞাত একজন তার গলা চেফে ধরে। অন্য ৩ জন এলোপাথারী ভাবে তাকে মারপিট করে তার পকেটে থাকা ১৬৩২/- টাকা নিয়া দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার সময় তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় লোকজন আগাইয়া আসে। লোকগনের সহায়তায় ২ জনকে ধৃত করতে সক্ষম হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নাম (১) শরিফুল আলম ও (২) মামুন বরে জানায়। অপর ২ জন পালিয়ে যায়। উক্ত সময় টহল পুলিশ হাজির হলে ধৃত আসামীদ্বয়কে পুলিশের নিকট সোপর্দ করেন। পরে তিনি বিষয়টি ট্যাক্সিক্যাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে থানায় এজাহার দিয়ে মামলা করেন।

মামলায় গৃহীত কার্যক্রমঃ*- মামলা রুজুর পর আই/ও তদন্তকালে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে অত্রাদালতে শুনানী অন্তে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৪(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। ফৌঃ কাঃ বিঃর ২৪২ ধারা অনুসারে আসামীদ্বয়কে পরীক্ষাকালে গঠিত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ পড়ে শুনালে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ বলে দাবি করে এবং বিচার প্রার্থনা করে। অত্র মামলায় প্রসিকিউশন পক্ষের মোট ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করা হয়। আসামী মামুন এর পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী সাক্ষীদের জেরা করেন। অপর আসামী মোঃ শরিফুল আলম এর কোন বিজহ আইনজীবী নিয়োজিত ছিলনা। উক্ত আসামীর পক্ষ হতে সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি। সাক্ষ্য গ্রহন সমাপনান্তে আসামীদ্বয়কে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা অনুসারে পরীক্ষাকালে ও তারা নির্দোষ বলে দাবী করে এবং কোন সাফাই সাক্ষ্য দেবে না বলে জানায়। অতঃপর যুক্তিতর্ক শুনে মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করা হয়।
		সংক্ষেপে আসামী পক্ষের মামলা হলোঃ- *আসামী মামুনের পক্ষে সাক্ষীদের জেরা প্রবণাত হতে জানা যায়, মামুন রাজমিস্ত্রীর একজন হেলপার। রাজমিস্ত্রীর কাজ শেষে ঘটনাস্থলের পাশ দিয়া ফেরার পথে বাদীর ডাকচিৎকার শুনে পালানোর সময় সন্দেহ করে তাকে ধৃত করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত ছিলনা। তারা নির্দোষ দাবী করে।*
		বিচার্য বিষয়
		(ক) বাদীর এজাহারে বর্ণিত তারিখ, সময় ও স্থানে বাদীকে মারপিট করে উক্ত টাকা ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছিল কিনা?
		(খ) আসামীরা উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছিল কিনা?
		(গ) রাষ্ট্রপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত বর্ণিত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয় কিনা?
		(ঘ) আসামীরা আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন/০২ এর ৪(১) ধারার অপরাধ সংঘটনের দায়ে সাজা পেতে পারে কিনা?
		পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারন ও সিদ্ধান্ত
		পরস্পর সম্পর্কিত হওয়ায় আলোচনার সুবিধার্থে সবগুলো বিচার্য বিষয় একইসাথে আলোচনায় নেয়া হলো।
		মামলার ১নং সাক্ষ্য এজাহারকারী বাদী মোঃ তসলিম পি, ডাব্লিউ-১ তার জবানবন্দিতে বলেছেন, ১২.০৮.২০০৫ তাং রাত ৮.০০ টায় তার ট্যাক্সিক্যাব নং- ঢাকা মেট্রো- গ- ১১-১৪৭০-তে একজন যাত্রী রামপুরা যাওয়ার জন্য থামায়। ঐ ব্যক্তি তার পাশে সামনের সীটে বসার পর আরো ৩ জন পেছনের সীটে বসে। রামপুরাস্থ আফতাবনগর আ/এ গিয়া পেছনের ১ জন তারাগলা ও মুখ চেপে ধরে আঘাত করে। অন্যরা তার নিকট থাকা ১৬৩২/- টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। তার ডাক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চিৎকারে আশেপাশে লোকজন এগিয়ে এসে প্রথমে আসামী শরিফুলকে এবং পরে মামনুকে ধৃত করে। খবর পেয়ে টহল পুলিশ এসে ধৃত আসামীদ্বয়সহ তাকে থানায় নিয় যায়। বাড্ডা থানায় তিনি এজাহার (প্রদ-১) দিয়া মামলা করেন। প্রদর্শনী- ১/১ হিসাবে এজাহারে তার সই এবং ডকে হাজির ধৃত আসামী শরিফুল আলম ও মামুনকে সনাক্ত করেন। *জেরার এক পর্যায়ে এই সাক্ষী পি, ডাব্লিউ-১ বলেন, তার গাড়ী প্রথমে তার গাড়ী ভাড়া নেয় শরীফুল। আসামীদের ধরেছে জনগন। যারা ঘরেছে, তাদের কেউ থানায় যায় নাই। আসামী শরিফূলকে থানায় প্রথমে দেখেছে, সে পেছনের সীটে বসা ছিল। আসামী মামুনকে ধারার সময় তিনি ছিলেন না, ঘটনাস্থলেই জনগন ধরেছে। মামুন একজন রাজমিস্ত্রীর হেলপার। ঘটনার সময় ঘটনাস্থলের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় পাবলিকে তাকে সন্দেহ করে ধরেছে কিনা সাজেশনে এই সাক্ষী বলে তা তার জানা নাই।* *পর্যালোচনায় দেখা যায় এজাহারকারী বাদী (উক্ত ট্যাক্সিক্যাব এর চালক পি, ডাব্লিউ-১) তার জবানবিন্দতে এজাহারের বক্তব্যকে সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। দুজন আসামীই ছিনতাই করে পালানোর সময় জনগন কর্তৃক ধৃত হয়েছে। অপর ২জন পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন।* *মামলার ২নং সাক্ষ্য মোঃ আশরাফুর রহমান পি, ডাব্লিউ-২ ও ৩নং সাক্ষ্য মোঃ গোলাম রব্বানী পি, ডাব্লিউ-৩ দুজনই তাদের জবানবন্দিতে বাদী এজাহার ও জবানবন্দিতে বাদীর অভিযোগ সমর্থন করে জবানবন্দি প্রদান করেন। এই দুইজন সাক্ষী জব্দ তালিকার সাক্ষী। পি, ডাব্লিউ- ২ ও পি, ডাব্লিউ- ৩ যথাক্রমে প্রদর্শনী- ২/১ ও প্রদর্শনী- ২/২ হিসাবে জব্দ তালিকায় প্রদত্ত তাদের নিজ নিজ স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। এই সাক্ষীদ্বয় জেরায় স্বীকার করেছেন তারা ঘটনা দেখেননি। বাদীর কাছে শুনেছেন।* *মামলার ৪নং সাক্ষী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পি, ডাব্লিউ- ৪ তার জবানবন্দিতে বলেছেন, গত ১২.০৮.২০০৫ তাং রাত ৮.৩০ টায় আফতাবনগর প্রজেক্টের ভিতর দিয়া নামাপাড়া যাওয়ার সময় ছিনতাইকারী, ছিনতাইকারী ডাক চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে লোকজনদের সহায়তায় ২ জন ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধৃত করেন। ২ জন পালিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আসামীদ্বয় তাদের নাম (১) শরিফুল আলম ও (২) মামুন বলে জানায়। আসামীদ্বয়কে ধৃত করার পর বাদী/ভিকটিম এর কাছে ছিনতাই এর ঘটনা যা শুনেছেন, জবানবন্দিতে বলেছেন। ধৃত আসামী শরিফুল ও মামুনকে তিনি আদালতে হাজির বলে সনাক্ত করেন।* *জেরার একপর্যায়ে এই সাক্ষী পি, ডাব্লিউ- ৪ বলেন ট্যাক্সিক্যাবের*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভেতরে কি ঘটেছিল, তা তিনি দেখেননি। ড্রাইভারের কাছে শুনেছেন। ধৃত আসামীরাই ঐ ছিনতাই ঘটনা ঘটিয়েছে তা নিশ্চিত বলে জানান। যারা চিৎকার শুনে গেছিলো তাদের নাম তিনি জানেনা। আসামী মামুনকে গত ৮.৩০ মিঃ এর সময় তিনিসহ আরো লোকজন ধৃত করেন বলে জানান। *মামলার ৫নং সাক্ষী হাবিলদার ৩১৮২ নুর মোহাম্মদ পি, ডাব্লিউ- ৫ ৬নং সাক্ষী কং ৯৩৩৯ মোঃ নাজিম উদ্দিন পি, ডাব্লিউ- ৬ এবং ৭নং সাক্ষী কং ২৪৬৪ মোঃ আলমগীর হোসেন পি, ডাব্লিউ- ৭ তম্মধ্যে পি, ডাব্লিউ- ৫ তার জবানবন্দিতে বলেছেন ১২.০৮.০৫ তারিখ বর্নিত ২নং সহ মেরুল বাড্ডা এলাকায় মোবাইল ডিউটি করাকালীন আফতাবনগর প্রজেক্টের ঝিলপাড়ে লোকজনের ডাক চিৎকার শুনে তারা এগিয়ে যান। লোকজন ধৃত আসামী শরিফুল আলম ও মামুনকে তাদের নিকট সোপর্দ করে। পাশে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় ট্যাক্সিক্যাব এর ড্রাইভার (বাদী)কে দেখতে পান। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন ঐ দিন ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হতে ৪ যাত্রী নিয়া বাদী ঘটনাস্থলে এসে গাড়ীর পেছনের সিটে বসা ১ যাত্রী ড্রাইভার এর গলা চিপে। অন্য যাত্রীরা মারপিট করে বাদীকে রক্তাক্ত জখম করে শাট ছিড়ে ফেলে এবং বাদীর পকেটে থাকা ১৬৩২/- টাকা ছিনাইয়া নিয়া পালানোর সময় ট্যাক্সিক্যাব এর ড্রাইভারের ডাক চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে ২ জনকে ধৃত করে। অপর ২ জন আসামী পালিয়ে যায়। তারা উক্ত ধৃত আসামীদ্বয়কে (বাদীসহ) নিয়া বাড্ডা থানায় পৌছাইয়া পুনরায় ডিউটিতে চলে যান বলে জানান। আসামী শরিফুল আলম ও মামুন আদালতে হাজির বলে সনাক্ত করেন।* *এই সাক্ষী জেরায় এ পর্যায়ে বলেন, তারা ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বেই পাবলিকে আসামী ২ জনকে ধৃত করেছে। প্রকৃত ছিনতাইকারীরা নিয়া ২ জনকে ধৃত করে আসামী ধরেছে মর্মে আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীদের দেয়া সাজেশন এই সাক্ষী সত্য নয় বলে অস্বীকার করেন। পি, ডাব্লিউ- ৬ ও পি, ডাব্লিউ- ৭কে রাষ্ট্রপক্ষ টেন্ডার বলে ঘোষণা করেন। আসামীপক্ষ হতে উক্ত সাক্ষীদ্বয়কে জেরা ডিক্লাইয়েন্ট করা হয়।* *মামলার ৮নং সাক্ষী বাড্ডা থানার এস. আই/তদন্তকারী কর্মকর্তা মোস্তাইন হোসেন পি, ডাব্লিউ- ৮ তার জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহন করে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র (প্রদর্শনী- ৫) ও সুচীপত্র (প্রদর্শনী- ৬) অংকন করেন। বাদী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃর ১৬১ ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করেন। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় আসামীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় চার্জশীট দাখিল করেন। ধৃত আসামী শরিফুল আলমও মামুনকে আদালতে হাজির বলে এই সাক্ষী সনাক্ত করেন। *জেরার একপর্যায়ে এই সাক্ষী (পি, ডাব্লিউ- ৮) বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়া তিনি ঘটনার ৩ জন সাক্ষী পেয়েছেন। ঘটনাস্থলের আশেপাশের কোন সাক্ষী পান নাই। তিনি ঘটনাস্থলে না দিয়া Solida Company'র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিক তদন্ত না করে মিথ্যা চার্জশীট দিয়াছেন মর্মে আসামী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলীর দেয়া সাজেশন সত্য নয় বলে জানান।* *সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়,* *গত ১২.০৮.২০০৫ তারিখ রাত ৮.০০ টায় আসামীরা বাদীর ট্যাক্সিক্যাব এ উঠে রামপুরার দিকে যাত্র করে। আফতারনগর আবাসিক প্রকল্পের ঝিলপাড়ে গিয়া বাদীকে আক্রমন করে মারপিট করে ১৬৩২/- টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর সময় বাদীর ডাকচিৎকারে লোকজন এগিয়ে এসে ২ আসামীকে ধৃত করেছে। অপর ২ জন পালিয়ে গেছে। বাদীর এজাহারের এ বক্তব্যকে বাদী/পি, ডাব্লিউ- ১ হিসাবে প্রদত্ত জবানবন্দি/সাক্ষ্যে সমর্থন করেছেন। পি, ডাব্লিউ- ৪ মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থলের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় ডাকচিৎকার মুনে এগিয়ে যান এবং লোকজনের সাথে তিনি আসামী মামুনকে ধৃত করেছেন বলে জানিয়েছেন। পি, ডাব্লিউ- ৫, পি, ডাব্লিউ- ৬ ও পি, ডাব্লিউ- ৬ মোবাইল ডিউটিরত টহল পুলিশ। তারা ডাক চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে গিয়া জনগন কর্তৃক ধৃত ২ আসামীকে হেফাজতে নিয়া বাদীসহ আসামীদ্বয়কে থানায় নিয়া যান।* *বাদী তার সাক্ষ্যে যেমন তার এজাহারের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ঠিক তেমনি অন্যান্য সাক্ষীদের বক্তব্য হতেও ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানা যায়। আসামী শরিফুল আলম এর পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন বা সাক্ষীদের জেরা করা হয়নি। অন্যদিকে আসামী মামুন এর পক্ষে সাক্ষীদের জেরা করা হলেও আসামীরা বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়না।* *বাদী একজন ট্যাক্সিক্যাব চালক। তার ট্যাক্সি যাত্রী বেশে ভাড়া করে নিয়ে আফতাব নগরের ঝিলপাড় এলাকায় নির্জন স্থানে নিয়া ছিনতাই করে তার টাকা নিয়েছে। বাদীর ডাক চিৎকারের আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে ২ আসামীকে ধৃত কর। আসামীদের সাথে বাদীর পূর্ব পরিচিতি বা পূর্বশত্রুতা ছিল মর্মে কিছু জানা যায়নি। এটি একটি ছিনতাই এর অভিযোগের মামলা, ছিনতাইকালে বাদীর ডাক চিৎকারে আশপাশের*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লোকজন এগিয়ে এসে আসামীদের ধৃত করলে ও পরবর্তীকালে আইন আদালতে হাজিরাসহ ঝুট ঝামেলা এড়ানোর জন্য মামলার সাক্ষী হতে অনীহা প্রকাশ করে। একই ভাবে ঘটনারপর ঘটনাস্থলের ঐসব লোকজনকে পাওয়া অনেকটা দুস্কর হয়ে পড়ে। *এটি একটি ছিনতাই এর মামলা। রাজধানির ব্যস্ততম নাগরিক জীবনে বিভিন্ন সময় নিত্যনতুন কৌশলে এধরনের ছিনতাই ঘটনা প্রায় অহরহই ঘটছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িতেদের শাস্তি হওয়া আবশ্যক বলে আদালত মনে করে।* *বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় অত্রাদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মামলায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত ছিনতাই এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সাক্ষমত হয়েছেন বিধায় অত্র মামলায় আসামী (১) মোঃ শরিফুল আলম ও শরিফ ওরফে সৈয়দ ও (২) মামুন আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন/০২ এর ৪(১) ধারার অপরাধ সংঘটনের দায়ে সাজা পেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হই।* *উল্লেখ্য যে, আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন/০২ এর ৪(১) ধারার অপরাধের শাস্তি নুন্যতম ২ বছর এবং সর্বোচ্চ-৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তদুপরি অর্থদন্ড। আসামীদ্বয় কম বয়সী বিবেচনায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাদের উক্ত ধারার সর্বনিম্ন দন্ড প্রদানই যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।* *আদেশ* *অতএব আদেশ হয় যে,* *অত্র মামলায় প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত মারপিটসহ টাকা ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হওয়ায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ২৪৫(২) ধারা অনুসারে আসামী (১) মোঃ শরিফুল আলম ওরফে শরিফ ওরফে ফেরদৌস ও (২) মামুনকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন,/০২ এর ৪(১) ধারার অপরাধ সংঘটনের দায়ে সাব্যস্থক্রমে ০২ (দুই) বছর সশ্রক কারাদন্ড এবং ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে জরিমানা/অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হলো।* *জরিমানা অনাদায়ে আসামীদ্বয়কে প্রত্যেককে আরো অতিরিক্ত ০৩ (তিন) মাস করে বিনাশ্রম কারাদন্ড ভোগের আদেশ দেয়া গেল।* *আসামীদ্বয় যে দিন গ্রেপ্তার হয়েছে, সেদিন হতে উক্ত দন্ড কার্যকর*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ্য আদালতে অত্র রায় ঘোষণা করা হলো। আমার স্বহস্তে লেখা মোট ১০ (দশ) পৃষ্ঠার অত্র রায় নথিতে সংযুক্ত থাকবে।

স্বা/- মোঃ শামছুল আলম
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
দ্রুত বিচার আদালত নং- ৩
ঢাকা মহানগর।
০৩.১০.২০০৫

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১০৯৭/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১৪.০৩.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ

অত্র ফৌজদারী আপীল ঢাকার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সামছুল আলম কর্তৃক বাড্ডা থানার মামলা নং- ৯(৮)০৫ ধারা দ্রুত বিচার আইন ২০০২ এর ৪(১)তে প্রদত্ত বিগত ইং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামী আপীলকারী কর্তৃক আনীত হইয়াছে।

অত্র আপীলের সহিত মুল মামলার বর্ণনা সংক্ষেপে এই এজাহারকারী তসলিম এজাহার দায়েরে বলে যে, সে একজন ট্যাক্সি ক্যাব নং- ঢাকা মেট্রো-গ-১১-১৪৭০ এর ড্রাইভার। গত ইং ১২.০৮.০৫ তারিখ রাত অনুমান ৮.০০ টার সময় তাহার সলিডা কোম্পানীর উক্ত ট্যাক্সি ক্যাব চালানোর সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চারজন যাত্রী রামপুরা যাওয়ার জন্য বলে এবং তাহার গাড়ীতে উঠে। সে তাহাদের নিয়া রাত অনুমান ৮.৩০ মিনিটের সময় বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগর প্রজেক্ট ঝিলপাড় পৌছামাত্র পিছনের সিটে বসে থাকা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহার গলা চাপিয়া ধরে ও অন্য তিনজন এলোপাথারী ভাবে বাদীকে মারপিট করে। বাদীর পকেটে থাকা ১৬৩২/- টাকা নিয়া নেয় এবং ট্যাক্সি ক্যাব থামাইয়া দ্রুত পালাইয়া যাওয়ারকালে সে ডাক চিৎকার শুরু করিলে স্থানীয় লোকজন আগাইয়া আসে। তখন সে তাহাদের সহায়তায় দুইজনকে ধৃত করিতে সক্ষম হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাহাদের নাম শরিফুল আলমও মামুন বলিয়া জানায়। উক্ত সময় টহল পুলিশ উপস্থিত হইলে উক্ত আসামীদের পুলিশ এর নিকট সোপর্দ করে ও পরবর্তীতে সে নিজে বাদী হইয়া অত্র মামলা দায়ের করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করে।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে আসামীদের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। উপস্থাপিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামীকে তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করায় উহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী আসামী অত্র আপীল আনয়নক্রমে দাবী করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমান না থাকা সত্বে ও বিজ্ঞ নিম্ন আদালত, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা আইনানুগ ও যথার্থ হয় নাই। ***বিচার্য বিষয়*** *(১) বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইং ০৩.১০.২০০৫ তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ আইনানুগ যথার্থও সঠিক কিনা?* *(২) প্রার্থীত মতে আপীলকারী আসামীপক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?* ***আলোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *বিচার্য বিষয় ১-২ঃ উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। অত্র আপীলের সহিত মুল মামলার বর্ণনা সংক্ষেপে এই এজাহারকারী তসলিম এজাহারদায়েরে বলে যে, সে একজন ট্যাক্সিক্যাব নং- ঢাকা মেট্রো- গ-১১-১৪৭০ এর ড্রাইভার। গত ইং ১২.০৮.০৫ তারিখ রাত অনুমান ৮.০০ টার সময় তাহার সলিডা কোম্পানীর উক্ত ট্যাক্সি ক্যাব চালানোর সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চারজন যাত্রী রামপুরা যাওয়ার জন্য বলে এবং তাহার গাড়ীতে উঠে। সে তাহাদের নিয়া রাত অনুমান ৮.৩০ মিনিটের সময় বাড্ডা থানাধীন আফতাবগনর প্রজেক্ট ঝিলগা পৌছামাত্র পিছনের সিটে থাকা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহার গলা চাপিয়া ধরে ও অন্য তিনজন এলোপাথারীভাবে বাদীকে মারপিট করে। বাদীর পকেটে থাকা ১৬৩২/- টাকা নিয়া নেয় এবং ট্যাক্সি ক্যাব থামাইয়া দ্রুত পালাইয়া যাওয়ারকালে সে ডাকচিৎকার শুরু করিলে স্থানীয় লোকজন আগাইয়া আসে। তখন সে তাহাদের সহায়তায় দুইজনকে দৃত করিতে সক্ষম হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাহাদের নাম শরিফুল আলম ও মামুন বলিয়া জানায়। উক্ত সময় টহল পুলিশ উপস্থিত হইলে উক্ত আসামীদের পুলিশের নিকট সোপর্দ করে ও পরবর্তীতে সে নিজে বাদী হইয়া অত্র মামলা দায়ের করে।* *নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে মোট ৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়। তম্মধ্যে মোকদ্দমার বাদী পি, ডাব্লিউ-১ তসলিম তাহার জবানবন্দিতে বলে যে, সে একজন ট্যাক্সি ক্যাব এর ড্রাইভার। গত ইং ১২.০৮.২০০৫ তারিখ রাত অনুমান ৮.০০ টার সময় তাহার ট্যাক্সি ক্যাব*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চালনার সময় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চারজন যাত্রী রামপুরা যাওয়ার জন্য বলে এবং তাহার গাড়ীতে উঠে। সে তাহাদের নিয়া রাত অনুমান ৮.৩০ মিনিটের সময় বাড্ডা থানাধীন আফতাবনগর প্রজেক্ট ঝিলগা পৌছামাত্র পিছনের সিটে বসে থাকা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাহার গলা চাপিয়া ধরে ও অন্য তিনজন এলোপাথারী ভাবে বাদীকে মারপিট করে। বাদীর পকেটে থাকা ১৬৩২/- টাকা নিয়া নেয় এবং ট্যাক্সি ক্যাব থামাইয়া দ্রুত পালাইয়া যাওয়ার কালে সে ডাকচিৎকার শুরু করিলে স্থানীয় লোকজন আগাইয়া আসে। তখন সে তাহাদের সহায়তায় দুইজনকে ধৃত করিতে সক্ষম হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তাহাদের নাম শরিফুল আলম ও মামুন বলিয়া জানায়। উক্ত সময় টহল পুলিশ উপস্থিত হইলে উক্ত আসামীদের পুলিশের নিকট সোপর্দ করে ও পরবর্তীতে সে নিজে বাদী হইয়া অত্র মামলা দায়ের করে। বাদী তহার দাখিলীয় এজাহার প্রদর্শনী- ১ ও উহাতে তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ১/১ হিসাবে চিহ্নিত করে। সে আদালতের ডকে উপস্থিত আসামী মামুন ও শরিফুলকে সনাক্ত করে। *জেরায় বলে যে, তাহার গাড়ী প্রথমে ভাড়া নেয় শরিফুল। আসামী মামুন ও শরিফুলকে জনগন ধৃত করিয়াছে। সত্য নয় যে, কোন ঘটনা ঘটে নাই বা মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছেন।* *পি, ডাব্লিউ- ২ মোঃ আশরাফুর রহমান ও পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ গোলাম রব্বানী এজাহারকারী বাদীর অভিযোগ সমর্থন করিয়া জবানবন্দি প্রদান করে। তাহারা উভয়ে জব্দ তালিকার সাক্ষী। তাহারা জব্দ তালিকা প্রদর্শনী- ২ ও উহাতে তাহাদের স্বাক্ষর যথাক্রমে প্রদর্শনী- ২১/ ও ২/২ হিসাবে চিহ্নিত করেন।* *পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ইং ১২.০৮.২০০৫ তারিখ রাত ৮.৩০ মিনিটের সময় আফতাব নগর প্রজেক্টের ভিতর দিয়া নামাপাড়ায় যাইবার সময় ছিনতাইকারী ডাকচিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে গিয়া লোকজনদের সহায়তায় দুইজন ছিনতাইকারীকে হাতেনাতে ধৃত করে। দুইজন পালাইয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আসামীদ্বয় তাহাদের নাম শরিফুল আলম ও মামুন বলিয়া জানায়। সে উপস্থিত আসামীদের ডকে সনাক্ত করে।* *জেরায় বলে যে, ট্যাক্সি ক্যাবের ভিতরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে পারেনা। ধৃত আসামীরাই ঐ ছিনতাই ঘটনা ঘটাইয়াছে তাহা নিশ্চিত বলিয়া জানায়।* *পি, ডাব্লিউ- ৫ হাবিলদার ৩১৮২ নুরমোহাম্মদ, পি, ডাব্লিউ- ৬*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কনস্টেবল ৯৩৩৯ মোঃ নাজিম উদ্দিন এবং পি, ডাব্লিউ- ৭ কনস্টেবল ২৪৬৪ মোঃ আলমগীর হোসেন। তম্মধ্যে পি, ডাব্লিউ- ৫ তাহার জবানবন্দিতে বলে যে, ১২.০৮.২০০৫ তারিখ বর্নিত দুই কনস্টেবলসহ বাড্ডা এলাকায় মোবাইর ডিউটি করার সময় আফতাব নগর প্রজেক্টের ঝিল পাড়ে লোকজনের ডাকচিৎকার শুনিয়া আগাইয়া যায়। লোকজন ধৃত আসামী শরিফুল আলম ও মামুনকে তাহাদের নিকট সোপর্দ করে। পরে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় ট্যাক্সি ক্যাব এর ড্রাইভার বাদীকে দেখিতে পায়। উক্ত ড্রাইভারকে মারপিট করিয়া তাহার নিকট হইতে ১৬৩২/- টাকা ছিনতাই করিয়া পালাইবার সময় তাহার ডাক চিৎকারে আশেপাশের লোকজন আসিয়া দুইজনকে ধৃত করে। সাক্ষী ডকে উপস্থিত আসামী দুইজনকে সনাক্ত করে। *জেরায় বলে যে, তাহারা ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বেই লোকজন আসামীদ্বয়কে ধৃত করিয়া রাখে। পি, ডাব্লিউ- ৬ ও পি, ডাব্লিউ- ৭ কে রাষ্ট্র পক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হয়।* *পি, ডাব্লিউ- ৮ তদন্তকারি কর্মকর্তা এস. আই মোস্তাইন হোসেন তাহার জবানবন্দিতে বলে যে, সে মামলার তদন্তভার গ্রহন করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও উহার খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র প্রস্তুত করে। উক্ত মানচিত্র প্রদর্শনী- ৫ ও সূচীপত্র প্রদর্শনী- ৬ হিসাবে চিহ্নত করে। সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ অন্তে তাহাদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করে। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করে।* *উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য এজাহার, জব্দতালিকা ও বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ইং ১২.০৮.২০৫ তারিক রাত ৮.০০ টায় আসামীরা বাদীর ট্যাক্সিতে উঠিয়া রামপুরা যাত্রা করে। আফতাবনগর আবাসিক প্রকল্পের ঝিলপাড়ে গিয়া আসামীরা বাদীকে আক্রমন করিয়া মারপিটক্রমে ১৬৩২/- টাকা ছিনাইয়া নিয়া পালানোর সময় বাদীর ডাকচিৎকারে লোকজন আগাইয়া আসিয়া আপীলকারী আসামী মামুনসহ অপর আসামী শরিফুলকে ধৃত করে। বাদী তাহার এজাহারের উক্ত বক্তব্যকে পি, ডাব্লিউ-১ রুপে জবানবন্দি প্রদান করিয়া হুবহু সমর্থন করিয়াছেন। বাদীর বক্তব্যকে সমর্থন করিয়া অন্যান্য সাক্ষীরা জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে। পি, ডাব্লিউ- ২, ৩ ও ৪ তাহারা সকলে একেঅপরে বাদীর বক্তব্যকে সমর্থন করিয়া জবানবন্দি প্রদান করে। পি, ডাব্লিউ- ৫, ৬, ও ৭*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহারা সকলেই মোবাইল ডিউটিরত পুলিশ। তাহারা ডাক চিৎকার শুনিয়া ঘটনাস্থলে গিয়া জনগন কর্তৃক ধৃত দুই আসামীকে হেফাজতে নিয়া বাদীসহ আসামীদ্বয়কে থানায় নিয়া যায়। এছাড়া ও তদন্তকারী কর্মকর্তা পি, ডাব্লিউ-৮ রুপে জবানবন্দি দিয়া তাহার তদন্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে। উক্ত সাক্ষীদেরকে আসামী পক্ষে বিস্ত জেরা করা হইলেও তেমন কোন বৈপরীত্য বা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই। ফলে দেখা যাইতেছে যে, বাদী একজন ট্যাক্সি চালক ও তাহার গাড়ীতে যাত্রী বেশে আপীলকারী আসামীসহ অপর আসামী উঠিয়া যাওয়ার পথে বাদীকে মারাপিট করিয়া বাদীর নিকট থাকা ১৬৩২/- টাকা ছিনতাই করিয়া নিয়া যাওয়ার সময় তাহার ডাকচিৎকারে আশেপাশের লোকজন আসিয়া আপীলকারী আসামীসহ অপর আসামীকে হাতেনাতে ধৃত করে। রাষ্ট্র পক্ষে প্রদত্ত সকল সাক্ষীই বাদীর এজাহার সমর্থন করিয়া এক ও অভিন্ন ভাবে জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে। সার্বিক অবস্থাদি ও সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আপীলকারী আসামীর বিরুদ্ধে আনীত ছিনতাইয়ের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হইয়াছে বিধায় আপীলকারী আসামী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইতেছে। *আমি বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের প্রদত্ত তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ পর্যালোচনা করিয়াছি। তাহাতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত এজাহার অনুসারে প্রদত্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করিয়া তথ্যগত ও আইনগতভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে হস্তক্ষেপ করার মতো যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান না থাকায় আপীলকারী আসামী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেনা।* *অতএব,* *আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীল শুনানী অন্তে নামঞ্জুর করা হইল। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৩.১০.২০০৫ তারিখের তর্কিত রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ করা হইল।* *অত্র রায়ের অনুলিপিসহ বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নথি অতিসত্বর প্রেরন করা হউক।* *আমার দ্বারা নির্দেশিত ও সংশোধিত* *স্বা/- মোঃ আমান উল্লাহ* *মহানগর অতিঃ দায়রা জজ* *৫ম আদালত, ঢাকা।* *১৪.০৩.২০০৬* *স্বা/- মোঃ আমান উল্লাহ* *মহানগর অতিঃ দায়রা জজ* *৫ম আদালত, ঢাকা।* *১৪.০৩.২০০৬*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন পক্ষের সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিঃ মহানগর দায়রা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১০৯৭/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৪.০৩.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্ত আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।